দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 22.12.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

0 003

প্রকৌশল শিক্ষা

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নিয়ে খবরের শেষ নেই। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি কখন খোলা থাকে, আর কখন বন্ধ হয়, তার খবর রাখা মুশকিল। দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ছিলো। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছে এবং এখনও করছে। এককালে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সাথে সংযুক্ত বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন বন্ধ ছিলো। পরীক্ষা এবং পাঠ্যক্রম নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছে। কিছুদিন আগে তারা অনশন ধর্মঘট করেছিলো। সম্প্রতি কুমিল্লার একটি বেসরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্ররাও ঢাকায় অনশন করেছিলো।

এ সকল খবর থেকে সহজেই অনুমেয় যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলিতে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে না। এর পরে আছে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের দুঃখজনক মতান্তর। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কোথায় ?

দুঃখজনক হলেও সত্য যে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী প্রকৌশলীদের মতান্তর অনভিপ্রেত রূপ নিয়েছে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা দাবী করছেন তাদের ভূমিকা কোনমতেই গৌণ নয়। অপর দিকে ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়াররা বলছেন, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা আদৌ ইঞ্জিনিয়ারই নয়।

আমরা এই বিতর্কে যেতে চাই না। অথবা বলা যেতে পারে যে এ ধরনের বিতর্কে যাবার হয়তো যোগ্যতাও আমাদের নেই। আমাদের আবেদন একান্তই সীমিত ক্ষেত্রে। আমরা এই বিবাদ ও মতান্তরের অবসান চাই। আমাদের মত উন্নতশীল দেশে এ ধরনের বিতর্কের বিলাসিতা একান্তই ক্ষতিকর। পরীক্ষা-পাঠ্যক্রম, প্রকৌশলীদের বেতন, মান-মর্যাদা এ সকল প্রশ্ন মীমাংসা করতে এক যুগ কেটে গেলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। সুষম উন্নয়নের প্রত্যাশা হয় সুদূরপরাহত। অথচ সেই অবস্থাই বিরাজ করছে আমাদের দেশে।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের একটি বিশেষ আবেদন আছে। আমাদের আবেদন হচ্ছে এ সমস্যাগুলি সামগ্রিকভাবে বিবেচিত হোক। প্রকৌশল শিক্ষার পুরো ব্যবস্থা সম্পর্কে পুংখানুপুংখভাবে বিবেচনা করা হোক। সকল দিকে সামঞ্জস্য রেখে প্রকৌশলীদের অবস্থান নির্ধারণ করা হোক। এ ব্যাপারে সমস্যার আধাআধি কোন সমাধান নেই।